

## শাহ বানু মামলা

“খ্রীষ্টান জামাতি” নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম যে ভারতে শাহ বানু মামলা শুধু মামলা-ই নয়, এটা ভারতে মুসলিম-সমাজের বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যে মামলায় আখেরে শাহ বানু হেরে যান। এক পাঠক পত্রাঘাতে জানিয়েছেন কথাটা সত্যি নয়, শাহ বানু আসলে আদালতে জিতেছিলেন।

পরাজিত হবার কথাটা লিখেছিলাম স্মৃতি থেকে, আর স্মৃতি তো নাম্বার ওয়ান বিশ্বাসঘাতক। কখন যে সে কার মুন্ডু কার ঘাড়ে বসিয়ে পলকে সর্বনাশ করে দেবে তা বলা কোন শাস্ত্রাচার্য্য গণকঠাকুরের পক্ষেও সম্ভব নয়। জামাতকে ধরাশায়ী করতে অনেক লিখতে হয়, অনেক সুত্র দিতে হয়। অনেক সতর্ক থাকার পরেও ভুল তো হতেই পারে। কারণ, - মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কথাটা ঠিক নয়। ঠিক কথা হল, মানুষের ভুল হবেই। যার ভুল হয়না সে হয় ফেরেস্তা নয় গোলাম আজম।

পত্রাঘাতের পরে খুঁজে পেতে দেখি শাহ বানু সত্যিই হেরেছিলেন। মুসলমান নারী শারিয়া মামলায় আদালতে হারবে এ আর এমন কথা কি। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা এটাও নয় ওটাও নয় ধরা যেতে পারে প্রথমে। কিংবা ধরা যেতে পারে এটাও সত্যি ওটাও সত্যি, সেই আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক হৈরাঠাকুরের মত (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)। অর্থাৎ শাহ বানু আদালতে শুরুতে জিতেছিলেন, পরে ফাইন্যালি হেরেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে জিতে যাবার পরে সংসদে আইন বানিয়ে তাঁকে হারিয়ে দেয়া হয়েছিল, মোল্লাদেরকে জেতানো হয়েছিল।

পুরো মামলাটাই খরপোষ-ভিত্তিক, সংক্ষেপে এরকম। উকিল আহমেদ খান আর শাহ বানুর বিয়ে হয় ১৯৩২ সালে। তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মা হয়েছিলেন তিনি। তেতাল্লিশ বছর ঘর করার পরে ১৯৭৫ সালে স্বামী তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ১৯৭৮ সালে শাহ বানু মামলা দায়ের করেন খরপোষের জন্য, এর ক’মাস পরে আহমেদ তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তালাক দেন। স্বামী দাবী করেন যে স্ত্রীকে ইন্দতকালীন সময়ে খরপোষ দেয়া হয়েছে কাজেই আর দিতে হবে না। শারিয়াতে তো বটেই, ভারতীয় মুসলিম পারিবারিক আইনেও একই কথা বলে। মামলা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। শেষে রায় এই হল যে স্বামীকে খরপোষ দিতেই হবে। অর্থাৎ শাহ বানু জিতে গেলেন। সুপ্রীম কোর্ট থেকে এ পরামর্শও দেয়া হল যে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করা উচিত।

আর যায় কোথায়! হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোল্লারা। এত বড় স্পর্ধা! রাজীব সরকারের এত স্পর্ধা যে ইসলামী আইনে হাত দেয়, ইসলামের অবমাননা করে! যে ঘর গড়তে সারাটা জীবন লাগিয়েছেন শাহ বানু, সেই ঘরে তাঁর মাথা গুঁজবার জায়গা নেই, সেই ঘর থেকে তাঁকে অপমান অসন্মান মাথায় নিয়ে রাস্তায় নামতে হল, মুখে দু’মুঠো খাবারের জন্য তাঁর কোন উপার্জন নেই সে কথা চুলোয় যাক। ইসলাম নারীকে অনেক অধিকার দিয়েছে তো বটেই! নিজের গড়া ঘর থেকে বহিস্কৃত হয়ে শাহ বানুকে রাস্তায় ভিক্ষে করে রাস্তায় খেয়ে রাস্তায় ঘুমোতে হবে এটাই তো ইসলাম। কিছু ভক্ত মুসলমান সুদূর অতিতে কিছু আইন লিখে রেখেছেন, ওগুলো বাঁচাতেই হবে। ইসলাম বেঁচে থাকার জন্য শাহ বানুকে মরতে হলে হবে। ওর মধ্যেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণ রেখেছেন।

পাঠক! এটা ইসলাম নয়, এটা হল পিছলাম। এটা হল রাজনৈতিক ইসলাম, যাকে আমরা সাধারণভাবে

জামাত বলি। তার শারিয়া-ইসলাম নারীকে কি অধিকার দিয়েছে শাহ বানুর দিকে তাকিয়ে দেখুন। নুরজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রোকেয়া-ফিরোজার দিকে তাকিয়ে দেখুন। স্বপ্ন নয়, নিদারুণ বাস্তব। এই বাস্তব উপলব্ধি করিলেই শান্তির ইসলাম কাহাকে বলে তাহা মাথায় ঢুকিবে, জামাত এবং শারিয়া কি বস্তু তাহাও মাথায় ঢুকিবে।

কেঁপে গেল রাজীব সরকারের তখ্ত। জামাতিরা বড্ড দুর্মুখ। আর, সাধারণভাবে অশিক্ষিত ভারতীয় মুসলিম সমাজটা তার হাতেই বাঁধা। এদিকে ভোটাভুটিতে অশিক্ষিত বলে কিছু নেই, ওখানে নিরানন্দইটা হাতীর চেয়ে একশ'টা হাঁদুরের ওজন বেশী। ভারতে মুসলিম-ভোটের সংখ্যা কম নয়। সে রক্তটা হাতছাড়া হলে পরের নির্বাচনে লোটা কম্বল নিয়ে মরুতীর্থ হিংলাজে গিয়ে বসে বসে বসে রামনাম জপ করতে করতে লম্বা দাঁড়ি আর জটাजूট গজিয়ে যাবে।

কাজেই কম্প্রোমাইজ। কাজেই নুতন আইন পাশ। কাজেই নুতন আইনে শারিয়ার বিজয়, চির পোড়ারমুখী শাহ বানুর কপালে আবারও শারিয়ার আগুন।

জামাতির কাছে সরকারের এ রকম সাংস্কৃতিক পরাজয়ের ঘটনা এই প্রথম নয়, একমাত্র ভারতেও নয়। রাজনীতিকেরা ভোটের লোভে যতই লোক-দেখানোভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে, জনগণ ততই জামাতির হাতে জিম্মী হয়ে পড়ে, ততই শক্ত হয় জামাতির হাত। আখেরে ওই জামাতের হাতেই থাপ্পড় খেতে হয় রাজনীতিকদের। বাংলাদেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নেতা-নেত্রীর এত হজ্জ, এত ওমরা, এত ঘোমটা, এত ইফতার পার্টি আর এত মোনাজাতের ছবি উঠত না খবরের কাগজে ত্রিশ বছর আগেও। ওগুলো যত না ব্যক্তিগতভাবে উপাসনার জন্য করা হয় তার চেয়ে বেশী করা হয় খবরের কাগজে ছবি উঠিয়ে জনগণকে দেখাতে। এই করে করে মুসলিম দেশে দেশে আরও শক্ত খুঁটি গেড়ে বসে গেছে শারিয়া আর খ্রীষ্টান জামাতির প্রভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে হোয়াইট হাউস। আজ, এই এত বছর পরেও তাই দেখি, স্বামীর তাৎক্ষণিক তালাকের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ভারতীয় মুসলিম ল' বোর্ড অসহায় হয়ে আছে শারিয়ার সামনে, বলছে, শারিয়ায় লেখা আছে আমরা কি করব। নিজেদেরই মা-বোন-ভগ্নী-জায়ার প্রতি এতবড় একটা অন্যায়, চোখের সামনে দেখেও তাকে অনৈসলামিক বলার সাহস কারো নেই!

না, শেষ বয়েসে ঘরছাড়া সন্তান-ছাড়া হয়ে শাহ বানুর পরে কি হয়েছে কেউ তা জানে না। তার খবর নেয়ার দরকার বোধ করেনি শারিয়াও, ওটা তার দায়িত্ব নয়। এমনিভাবে ইতিহাসে কত লক্ষ শাহ বানুরা নিজের গড়া ঘর থেকে স্বামীর পদাঘাতে রাস্তায় নেমে ভিক্ষে করেছেন, দু'মুঠো অন্নের জন্য নিত্য-নুতন খদ্দেরের কাছে যৌবন বিক্রী করেছেন, ধুকতে ধুকতে পচে গলে মরে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই মহাশুশানের ওপরে সগর্বে উড়েছে শারিয়ার অনৈসলামিক পতাকা।

এই হল ইতিহাস।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা

১১ নভেম্বর, ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)।

**সূত্র:- Uniform Civil Code- A Reflection**

Author: Sri Bipin Bihari Ratho, Senior Advocate

Date: September 2000

<http://www.hvk.org/articles/0900/124.html>